দৈনিক খবর

002

তারিখ ... 12 JAN 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ... ১ ...

শিক্ষাঙ্গনের খবর

অনিয়ম ও প্রশাসনিক জটিলতার কবলে বিআইটি চট্টগ্রাম

॥এম এ হক॥

বিগত আড়াই বছর যাবৎ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, চট্টগ্রামে (সাবেক চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ) প্রশাসনিক জটিলতা বিরাজ করছে। সাবেক চট্টগ্রাম ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ আ ক ম রেজাউল করিমকে ১৯৮৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে অন্যত্র বদলী করার পর থেকে এখন পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দিয়ে চালানো হচ্ছে। ১৯৮৬ সালের পয়লা জুলাই থেকে এটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বিআইটি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করার পরেও এ নতুন প্রতিষ্ঠানে কোন পরিচালক নিয়োগ করা হয়নি। আগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সৈয়দ মতিনুর রশীদকে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক করে রাখা হয়েছে। জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এ পদ তার পাবার কথা নয় এবং বিশেষ মহলের স্বার্থেই তাঁকে দীর্ঘদিন ভারপ্রাপ্ত পরিচালক রাখা হয়েছে। একই সাথে তিনি পুরকৌশল বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের পদটিতে বহাল রয়েছেন।

মতিনুর রশীদের দায়িত্ব পালনকালে বিআইটিতে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতি এবং এ কারণে সৃষ্ট প্রশাসনিক জটিলতা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। অভিযোগ রয়েছে, যথাযথ যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তিনি নিয়ম বহির্ভূতভাবে নিজস্ব লোককে নিয়োগ করেছেন বিভিন্ন বিভাগে। স্বজনপ্রীতির দৃষ্টান্ত রেখেছেন পদোন্নতি ও বেতন সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রেও।

জানা গেছে, পুরকৌশল বিভাগে সহযোগী অধ্যাপকের কোন পদ শূন্য না থাকার পরেও যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী কোন রকম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও ইন্টারভিউ ছাড়াই তিনি নিজের একজন বন্ধুকে নিয়োগ করেছেন। চট্টগ্রামের একজন ব্যবসায়ী মোজাম্মেল হক নামের তার এই বন্ধু আগেও পুরকৌশল বিভাগে কাজ করতেন। তবে চাকরিতে বহাল থাকা অবস্থায় ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় এবং দীর্ঘ পাঁচ বছর এ চাকরিতে অনুপস্থিত থাকায় সরকার তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেন। পাঁচ বছর ব্যবসা করার পরেও চাকরি পাবার ক্ষেত্রেও নানা মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয়েছে এবং দু'জন সিনিয়র শিক্ষককে বাদ দিয়ে মোজাম্মেলকে ভারতে পিএইচডি করার জন্য মনোনীত করলে তা শিক্ষকরা সফল হতে দেয়নি বলে জানা গেছে।

নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়মের আরো একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে সহকারী অধ্যাপক পদে রসায়ন বিভাগে মিসেস রওশনারা বেগমের নিয়োগ। এ পদে প্রার্থিত যোগ্যতার মধ্যে ছিল ডিগ্রী পর্যায়ে শিক্ষকতার চার বছরের অভিজ্ঞতা। কিন্তু শুধুমাত্র মোজাম্মেল হকের বোন হওয়ার কারণে পিএইচডি ডিগ্রীধারী একজনকে বাদ দিয়ে তাকে নেয়া হয়। এছাড়াও পুরকৌশল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মঞ্জুরুল ইসলামের স্ত্রী মিসেস তাসনিম হোসেনকে নিয়োগের ক্ষেত্রেও এ ধরনের অভিযোগ রয়েছে।

ইন্সটিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের এসব অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমণ্ডলী তাদের বিভিন্ন সভার মাধ্যমে বিভিন্ন সুপারিশ করেছেন। বিআইটি'র শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে গত মে মাসে এ সংক্রান্ত ২৪ পৃষ্ঠার এক গোপন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করলে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম তৎপরতা শুরু করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ তৎপরতার শিকার হয়েছেন সমিতির সভাপতি ও প্রবীণ শিক্ষক অধ্যাপক রমেশ রায়। বাইশ বছর যাবৎ সরকারী চাকরিতে নিয়োজিত অধ্যাপক রমেশ রায় ৫ মাস যাবৎ বেতনভাতাও পাচ্ছেন না বলে জানা যায়।

এ সকল অনিয়ম ও দুঃখজনক ঘটনার বিরুদ্ধে ইন্সটিটিউটের ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করলে এবং শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও প্রতিষ্ঠানের প্রবীণ অধ্যাপক রমেশ রায়কে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সরিয়ে দেয়ার প্রতিবাদ জানালে গত ১৭ই আগস্ট ভারপ্রাপ্ত পরিচালক কর্তৃক ক্যাম্পাসে এমন নাটকীয় ঘটনার জন্ম হয়, যে কারণে সকল শিক্ষক পদত্যাগপত্র পেশ করেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গত ১৮ই আগস্ট থেকে ১৪ই নভেম্বর পর্যন্ত ইন্সটিটিউট বন্ধ রাখা হয়। আর ২৪শে আগস্ট ইন্সটিটিউটের ছাত্রাবাস থেকে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বের করে দেয়া হয়। শিক্ষক সমিতির দাবীর মুখে গত ১৫ই নভেম্বর প্রতিষ্ঠানটি খুললেও এখন পর্যন্ত কোন পরিচালক নিয়োগ করা হয়নি। শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন ও তদন্ত সাপেক্ষে বিচার দাবী করা হলেও ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ঢাকায় বসে তাঁর তৎপরতা ও প্রতিবাদী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পাঁয়তারা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে বিআইটি কাউন্সিলের জনৈক কর্তাব্যক্তির প্রত্যক্ষ সহযোগিতা মতিনুর রশীদের পেছনে রয়েছে বলে জানা গেছে।

বিআইটি চট্টগ্রাম (সাবেক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ)-এ বিভিন্ন পদে ৩৬ জন শিক্ষক বর্তমানে কর্মরত বলে জানা যায় এবং এদের মধ্যে মাত্র একজন অধ্যাপক পদে আছেন। ব্রিগেডিয়ার এনাম কমিশনের সুপারিশ মতে প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ৭৪টি শিক্ষক পদ থাকলেও গত আগস্ট

২-এর পাতায় দেখুন